পাক্ষিক

ان الدين عند الله الاسلام

আহমদী

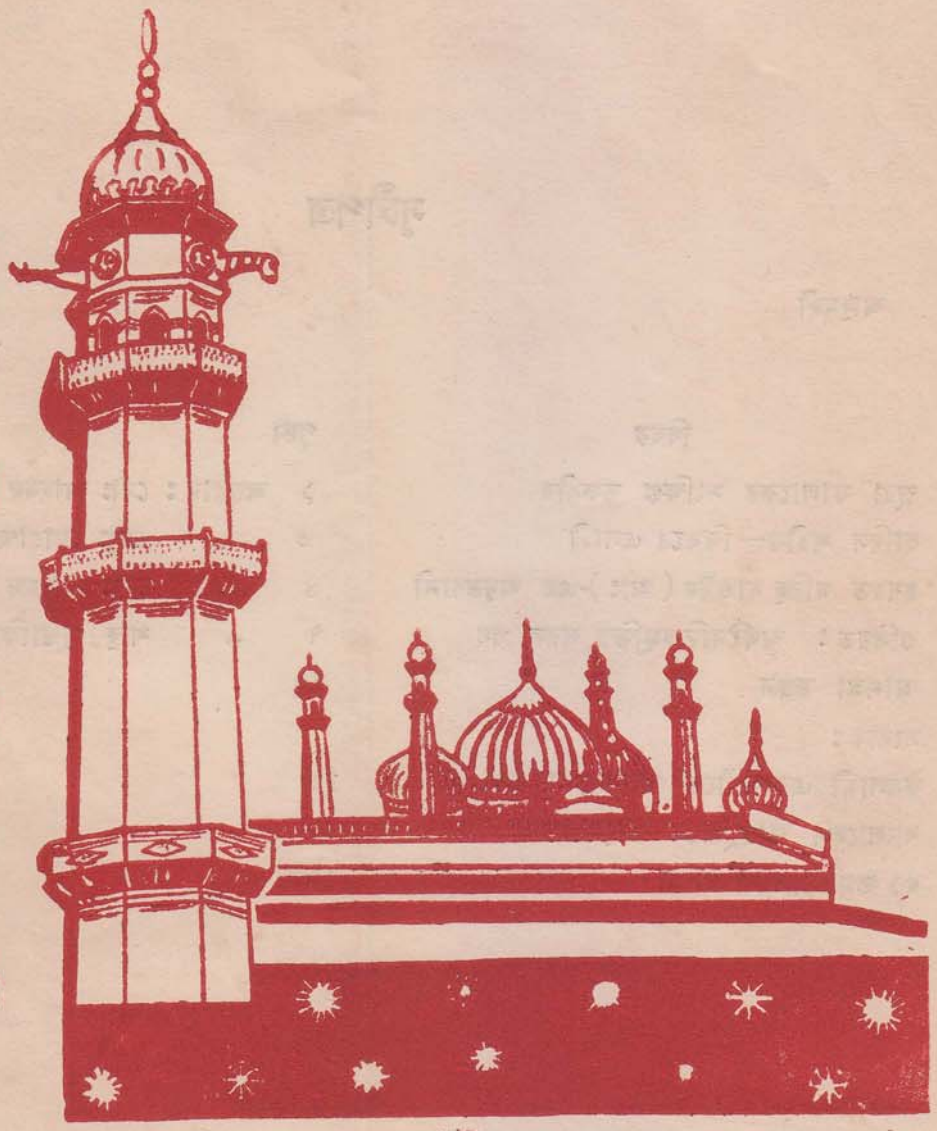

সম্পাদক :— এ, এইচ, মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ২৭শ বর্ষ : ১৭শ সংখ্যা

১৭ই মাঘ, ১৩৮০ বাংলা : ৩১শে জানুয়ারী, ১৯৭৪, ইং : ৭ই মুহররম, ১৩৯৩ হিজরী কামরী :

বার্ষিক চাঁদা : বাংলাদেশ ও ভারত : ১০'০০ টাকা : অন্যান্য দেশ : ১ পাউণ্ড

সূচীপত্র

আহ্‌মদী

২৭শ বর্ষ
১৭শ সংখ্যা

বিষয়	পৃষ্ঠা	লেখক
সুরা ফালাকের সংক্ষিপ্ত তফসীর	১	অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহ্‌মুদ
হাদিস শরীফ—জিকরে এলাহী	৩	,, মৌঃ মোহাম্মাদ
হযরত মসিহ্ মাওউদ (আঃ)-এর অমৃতবানী	৪	,, মৌঃ আহমদ সাদেক মাহ্‌মুদ
ওসিয়ত : অর্থনৈতিকমুক্তির সরল পথ	৭	,, শাহ্ মুস্তাফিজুর রহমান
আশঙ্কা ভঞ্জন	১২	
সংবাদ :		
ইসলামী একাডেমীতে আলোচনা সভা	১৩	
বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার ৫১ তম সালানা জলসা	১৪	

بسم الله الرحمن الرحيم
نحمده ونصلي على رسوله الكريم
وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

নব পর্য্যায়ের ২৭শ বর্ষ : ১৮শ সংখ্যা :

১৭ই মাঘ, ১৩৮০বাং : ৩১শে জানুয়ারী, ১৯৭৪ইং : ৩০শে সুলাহ্‌, ১৩৫৩ হিজরী শামসী :

সুরা ফালাক

॥ সংক্ষিপ্ত তফসির ॥

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) প্রণীত তফসীরে কবীর অবলম্বনে

অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ

পূর্ব প্রকাশিতের পর—৮

من شر حاسد اذا حسد (মিন শাররে হাসে-দেন এযা হাসাদ) :—বলা হইয়াছিল যে, যদি জাতীয় ঐক্যে ফাটল ধরে এবং কেন্দ্র-বিমুখীতা ও বিচ্ছিন্নতা ছড়াইয়া পড়ে, তাহা হইলে জাতি ধ্বংস হইয়া যায়; এজন্য মোসলমানদিগের উচিৎ, ঐরূপ দুরবস্থার কবল হইতে আল্লাহ্‌তায়ালার পানাহ্‌ চাইতে থাকা। আলোচ্য আয়াতে জাতির ধ্বংসের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ ব্যক্ত হইয়াছে যে, কোন বহিরাগত শত্রু সেই জাতি হইতে তাহার সুখ-সাচ্ছন্দ, কল্যাণ ও

নেয়ামত সমূহ ছিনাইয়া লওয়ার জন্য তাহার উপর আক্রমন চালায়। من شر حاسد اذا حسد (মিন শাররে হাসেদিন এযা হাসাদ) আলোচ্য আয়াতে এই দোয়া শিখান হইয়াছে যে, হে মোসলমানগণ! আল্লাহ্‌তায়ালা তোমাদিগকে যে বিজয় ও প্রাধান্য দান করিবেন উহার সম্পর্কে তোমরা দোয়া কর যেন কোন হিংসাপরায়ন উহা তোমাদিগের নিকট হইতে ছিনাইয়া না নেয়।

সুরা ফালাকে এই বিষয়বস্তুও বর্ণিত হইয়াছে যে, কামেল তৌহিদে বিশ্বাসী-গণের একমাত্র খোদাতায়ালার উপরেই তওয়াক্কল (নির্ভর) করা উচিৎ এবং তাঁহার তৌহীদের ঢাক বাজাইয়া প্রচার করা উচিৎ তজ্জন্য মানুষ যদি বিশ্বাসীদের আত্মিয়-স্বজন ও প্রিয়জনকে উস্কানী দিয়া বিরুদ্ধ ও বিক্ষুব্ধও করিয়া তুলে, তবুও উহার কোনই পরোয়া করা উচিৎ নয়। এইরূপ আধ্যাত্মিক মর্যাদা প্রাপ্তি ঘটিলে মানুষের অনেক হিংসাপরায়ণ ও বিদ্বেশ পোষনকারী সৃষ্টি হইয়া যায়। সেই প্রকার সময়ের জন্য নির্দ্দেশ দেওয়া হইতেছে যে, ঘোষণা করিয়া দাও যে, আমি ঐ সকল হিংসা ও বিদ্বেশ পোষনকারীর কোন পরোয়া করি না, আমি সেই সময়েও আমার রবের প্রতি মনোনিবেশ ও চিত্তনিবিষ্ট করিতেছি এবং তাঁহারই আশ্রয়াধীন হইতেছি।

সুরার প্রারম্ভে কামালিয়তের (নৈতিক ও আধ্যাত্মিক পূর্ণতার) জন্য দোয়া শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল এবং এই দোয়া করার জন্য বলা হইয়াছিল যে, উন্নতি লাভের পর অধঃ পতন যেন না ঘটে। অতঃপর ৫ ও ৬ নং আয়াতদ্বয়ে বর্ণিত হইয়াছে যে, যখন মানুষ দুর্বলতার শিকারে পরিনত হয়, তখন অনেকে তাহার নিষ্পেশনের জন্য প্রয়াসী হয়। পক্ষা-ন্তরে যখন তাহার উন্নতি লাভ হয়, তখন তাহার ক্ষতিসাধনের জন্য হিংসুকগণ দণ্ডায়মান হয়। এজন্য কোন অবস্থাতেই মানুষ নিরাপদ নহে এবং সে ইহা বলিতে বা ভাবিতে পারে না যে, তাহার আল্লাহ্‌তায়ালার সাহায্যের প্রয়োজন নাই।

৪নং আয়াতে প্রতিশ্রুত মসিহ্ বা মাহ্‌দীর আগমনের সংবাদ দেওয়া হইয়াছিল। আলোচ্য আয়াতে এই দোয়া শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে যে, আমরা সেই মহাপুরুষের আগমন কালে হিংসা-পরায়ণদের অন্তর্গত যেন না হই বরং তাঁহার অনুসারী ও সাহায্যকারীদের অন্তর্ভুক্ত হই।

সুরা ফালাকের মধ্যে জাতির বা ব্যক্তির ধ্বংসের সম্ভাব্য কারণ ও উপকরণ সমূহ ব্যক্ত করিয়া মোসলেম উম্মতকে জাতিগত ও ব্যক্তিগত উভয় দিক দিয়া একটি সার্বিক ও পরিপূর্ণ দোয়া শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে যে মানুষ আল্লাহতায়ালার রক্ষণাবেক্ষণ ও হেফাজত ব্যতিরেকে দুনিয়াতে পার্থিব ও আধ্যাত্মিক উভয় ক্ষেত্রে আশঙ্কামুক্ত হইতে পারে না। শান্তি ও নিরাপত্তার সঠিক পথ এই যে, মানুষ সকল অবস্থাতেই যেন আল্লাহ্‌তায়ালার আস্তানায় নতশির থাকিয়া তাঁহার হেফাজত কামনা করে।

হাদিস শরীফ

যিকরে ইলাহী

(১)

আল্লাহ্‌র রসুল বলিয়াছেন, যাহারা বসিয়া আলাহ্‌কে স্মরণ করে, ফেরেস্তাগণ তাহাদিগকে ঘিরিয়া থাকে, রহমত তাহাদিগকে আবেষ্টন করে, তাহাদিগের উপর শান্তি বর্ষিত হয় এবং আল্লাহ্‌ নিজের নৈকট্য প্রাপ্তগণের নিকট তাহাদের কথা বলেন।

(মুশ্লিম)।

(২)

আল্লাহ্‌র রসুল বলিয়াছেন, যাহারা আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে এবং যাহারা তাঁহাকে স্মরণ করে না, তাহাদের দৃষ্টান্ত যেন একজন জীবিত ও অন্য জন মৃত।

(বুখারী ও মুশ্লিম)

(৩)

আল্লাহ্‌র রসুল বলিয়াছেন, আল্লাহতায়ালা বলেন: আমার বান্দা যখন আমার কথা চিন্তা করে, তখন আমি তাহার নিকটে থাকি এবং যখন সে আমাকে স্মরণ করে তখন আমি তাহার সঙ্গী হই। সে যদি আমাকে মনে মনে স্মরণ করে, তাহা হইলে আমিও তাহাকে মনে মনে স্মরণ করি এবং যদি সে আমাকে মজলিসে স্মরণ করে, তাহা হইলে আমিও তাহাকে মজলিসের মধ্যে তাহাদের অপেক্ষা অধিক স্মরণ করি।

(বুখারী ও মুশ্লিম)।

(৪)

আল্লাহ্‌র রসুল বলিয়াছেন, আল্লাহ্‌তায়ালা বলিয়াছেন: যে কেহ আমার ওলির (বন্ধুর) সহিত দুর্ব্যবহার করে, আমি তাহাকে শাস্তির আঘাত হানি; আমি যাহা ফরয করিয়াছি, উহা ব্যতিরেকে বেশী ভাল ভাবে অন্য কিছু দ্বারা কোন বান্দা আমার নৈকট্য লাভ করিতে পারে না। আমার বান্দা যখন অধ্যাবসয়ের সহিত নফল নামায দ্বারা আমার নৈকট্যলাভে যত্নবান হয়, তখন পরিণামে আমি তাহাকে আপন ভালবাসায় ভূষিত করি। আমি যখন তাহাকে ভালবাসি, তখন আমি তাহার কর্ণ হইয়া যাই, যদ্বরা সে শ্রবন করে, আমি তাহার চক্ষু হইয়া যাই, যদ্বারা সে দেখে, আমি তাহার হাত হইয়া যাই, যদ্বারা সে ধরে, আমি

(৬-এর পৃষ্ঠায় দেখুন)

হযরত মসিহ মাওউদ আঃ-এর

অমৃত বানী

হে আমার জামাত! খোদাতায়ালা আপনাদের সাথী হউন। সেই কাদের, করীম (সর্বশক্তিমান মর্যাদাশালী) আপনাদিগকে আখেরাতের সফরের জন্য সেইভাবে যেন তৈয়ার করেন যেভাবে আঁ-হযরত (সাঃ আঃ) এর সাহাবাগণ (রাজিঃ)-কে তৈয়ার করা হইয়াছিল। স্মরণ রাখিও যে, দুনিয়া কিছুই নহে। অভিশপ্ত সেই জীবন, যাহা শুধু দুনিয়ার জন্যই। দুর্ভাগা সেই ব্যক্তি, যাহার সকল চিন্তা-ভাবনা দুনিয়ার জন্য (নিবিষ্ট), এইরূপ ব্যক্তি যদি আমার জামাতের মধ্যে থাকে, তাহা হইলে সে বৃথাই নিজকে আমার জামাতের মধ্যে দাখিল করিয়াছে। কেননা সে সেই শুষ্ক শাখার ন্যায়, যাহা ফল দান করিবে না। হে সৌভাগ্যশালী ব্যক্তিগণ! তোমরা সজোরে (প্রবলবেগে) সেই শিক্ষার ভিতর প্রবেশ কর, যাহা তোমাদের পরিত্রানের (নাজাতের) জন্য আমাকে প্রদান করা হইয়াছে। তোমরা খোদাতায়ালাকে এক ও অদ্বিতীয় বিশ্বাস করিবে এবং তাঁহার সহিত কোন কিছুকে শরীক করিবে না, না আসমানের মধ্য হইতে, না জমীনের মধ্য হইতে। খোদাতায়ালা পার্থিব উপকরণ অবলম্বন করা হইতে তোমাদিগকে নিষেধ করেন না, কিন্তু যে ব্যক্তি খোদাতায়ালাকে ছাড়িয়া দিয়া শুধু পার্থিব উপকরণের উপর নির্ভরশীল হয়, সে মোশরেক। আদি কাল হইতে খোদাতায়ালা বলিয়া আসিয়াছেন যে, 'পবিত্র-হৃদয়' হওয়া ছাড়া পরিত্রান নাই। সুতরাং তোমরা পবিত্র হৃদয়ধারী হইয়া যাও এবং কুপ্রবৃত্তিগত ঈর্ষা, দ্বেষ, ক্রোধ ও উত্তেজনা হইতে মুক্ত হও। মানুষের নফ্‌সে-আম্মারা (কুপ্রবৃত্তি)-এর মধ্যে অনেক প্রকারের অপবিত্রতা আছে, কিন্তু সর্বাপেক্ষা খারাপ হইল অহংকারজনিত অপবিত্রতা। যদি অহংকার বা অহমিকা না থাকিত, তাহা হইলে কোন ব্যক্তি অস্বীকারকারী (অবিশ্বাসী) থাকিত না। সুতরাং তোমরা সত্যিকার বিনয়ী হও। নির্বিশেষ সমগ্র মানব জাতির প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন কর। যখন কিনা তোমরা তাহাদিগকে বেহেশত লাভ করিবার জন্য উপদেশ দান করিয়া থাক, তখন সেই উপদেশ দেওয়া তোমাদের পক্ষে

কিরূপে সার্থক হইতে পারে, যদি কিনা তোমরা এই ক্ষনস্থায়ী জগতে তাহাদের অহিতাকাঙ্খী হও। আল্লাহ্‌তায়ালা নির্দ্দেশিত কর্ত্তব্য সমূহ আন্তরিক ভীতি সহ পালন কর, কেননা তোমরা জিজ্ঞাসিত হইবে। নামাজসমূহে অধিক দোয়া কর, যাহাতে খোদাতায়ালা তোমাদিগকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করেন এবং তোমাদের অন্তরকে পবিত্র ও পরিশ্রুত করেন। কেননা মানুষ দুর্বল, প্রত্যেক পাপ যাহা বিদুরিত হয়, উহা আল্লহ্‌-তায়ালার শক্তিতেই হইয়া থাকে এবং যখন পর্যন্ত না মানুষ খোদাতায়ালা হইতে শক্তিপ্রাপ্ত হয়, কোন পাপ বর্জন করিতে সক্ষম হইতে পারে না। ইসলাম শুধু এটুকুই নয় যে, গতানুগতিক প্রথা স্বরূপ নিজেকে কলেমাধারী আখ্যা দেওয়া, বরং ইসলামের প্রকৃত অর্থ হইল এই যে, তোমাদের আত্মা খোদাতায়ালার আস্তানায় প্রণত হউক এবং খোদা ও তাঁহার আদেশসমূহ সকল দিক দিয়া সকল স্তরে তোমাদের দুনিয়ার (পার্থিব স্বার্থের) উপর শ্রেষ্ঠস্থান লাভ করুক।

হে আমার প্রিয় জামাত! নিশ্চয় জানিবে যে, জমানা তাহার শেষপ্রান্তে পৌঁছিয়া গিয়াছে এবং একটি সুস্পষ্ট পরিবর্ত্তণ পরিলক্ষিত হইতেছে। সুতরাং নিজেদের আত্মাকে ধোকা দিও না। অতি শীঘ্র সাধুতা ও সত্যবাদিতায় পূর্ণ ও পরিণত হও। কোরআন-করীমকে আপন পথ প্রদর্শক রূপে ধারণ কর এবং প্রত্যেক বিষয়ে উহা হইতে আলো লাভ কর। হাদিস সমূহকেও রদ্দী বস্তুর ন্যায় নিক্ষেপ করিও না, কেননা উহারা বড়ই কাজের এবং অত্যন্ত পরিশ্রম সহকারে উহাদের ভাণ্ডার সংগৃহীত হইয়াছে কিন্তু যখন কোরআনের বর্ণনার হাদিসের কোন বর্ণনা পরিপন্থী হয়, তাহা হইলে সেই হাদিসটিকে ছাড়িয়া দাও, যাহাতে গুমরাহীতে না পড়। কোরআন শরীফকে অত্যন্ত হেফা-জতের সহিত (সংরক্ষিত অবস্থায়) আল্লাহ্‌-তায়ালা তোমাদের নিকট পৌঁছাইয়াছেন। সুতরাং তোমরা এই পবিত্র কালামের মর্যাদা কর। ইহার উপর কোন কিছুকে অগ্রগন্য মনে করিও না, কেননা সকল ন্যায়-নীতি ও সত্যপরায়নতা একমাত্র উহার উপরই নির্ভরশীল। কোন ব্যক্তির কথা মানুষের হৃদয়ে ততটুকুই দাগ কাটে, যতটুকু সেই ব্যক্তির তত্ত্ব-জ্ঞান ও তকওয়ার উপর মানুষের বিশ্বাস হইয়া থাকে। .....তোমরা সত্যপরায়নতা ও ঈমানের উপর কায়েম থাকিলে ফেরেস্তাগণ তোমাদিগকে শিক্ষা দান করিবে এবং স্বর্গীয় প্রশান্তি তোমাদের উপরে অবতীর্ণ হইবে, রুহুলকুদুস (পবিত্রাত্মা) দ্বারা সাহায্য প্রাপ্ত হইবে, খোদাতায়ালা পদে পদে তোমাদের সাথে থাকিবেন এবং কেহই তোমাদের উপরে প্রাধান্য লাভ করিতে পারিবে না। খোদাতায়ালার ফজল ও অনুগ্রহের জন্য ধৈর্য্য

সহকারে প্রতীক্ষা কর। গাল-মন্দ শুন, কিন্তু নীরব থাক; আঘাত গ্রহণ কর কিন্তু ধৈর্য্য ধর এবং যথাসাধ্য দুষ্কৃতির মোকাবেলা হইতে বিরত থাক, যাহাতে আসমানে তোমাদের কবুলিয়ত লিখিত হয়। নিশ্চয় স্মরণ রাখিবে যে যাহারা খোদাকে ভয় করে এবং তাহাদের হৃদয় খোদা-ভীতিতে বিগলিত হয়, তাহাদের সঙ্গেই খোদা থাকেন এবং তিনি তাহাদের দুশমনদের দুশমন হইয়া যান। জগৎ সত্যবাদীকে চিনিতে পারে না, কিন্তু খোদা, যিনি আলীম ও খবীর (সর্বজ্ঞানী ও সূক্ষ্মদর্শী) তিনি সত্যবাদীকে চিনিয়া নেন, সুতরাং নিজ হস্তে তাহাকে রক্ষা করেন। সেই ব্যক্তি যে, আন্তরিকতার সহিত তোমাদিককে ভালবাসে, সত্য সত্যই তোমাদের জন্য মৃত্যু বরণেও প্রস্তুত থাকে ও তোমাদের ইচ্ছা অনুযায়ী আজ্ঞানুবর্ত্তিতা করে এবং তোমাদের জন্য সব কিছু ত্যাগ করে, তোমরা কি তাহাকে ভালবাস না এবং তাহাকে সব চাইতে প্রিয় জ্ঞান কর না? সুতরাং যখন তোমরা মানুষেরাও ভালবাসার বিনিময়ে ভালবাসা দিয়া থাক, তখন আল্লাহ্‌তায়ালা কেন ভাল বাসিবেন না? খোদাতায়ালা খুব জানেন যে, প্রকৃতপক্ষে কে তাঁহার বিশ্বস্ত বন্ধু এবং কে বিশ্বাসঘাতক এবং কে দুনিয়াকে অগ্রগন্য মনে করে? সুতরাং তোমরা যদি তদ্রুপ বিশ্বস্ত (ওফাদার) হও, তাহা হইলে তোমাদের এবং অন্যদের মধ্যে খোদাতায়ালার হস্ত একটি সুস্পষ্ট পার্থক্য সৃষ্টি করিয়া দেখাইবেন।

('তাযকেরাতুশ-শাহাদাতাইন পৃঃ ৫০)

অনুবাদ :—**আহমদ সাদেক মাহমুদ**

হাদিস শরীফের অবশিষ্টাংশ

(৩ এর পৃষ্ঠার পর)

তাহার পা হইয়া যাই, যদ্বারা সে চলে এবং সে যদি আমার নিকট চায়, আমি তাহাকে নিশ্চয়ই দিই এবং সে যদি আমার নিকট আশ্রয় চায়, আমি তাহাকে আশ্রয় দিই। যে মোমেন মরিতে অনিচ্ছা করে, তাহার জীবন হরণ করিতে আমি যেরূপ ইতস্ততঃ করি, তদপেক্ষা অধিক আর কিছুতে ইতস্ততঃ করি না। তখন আমিও তাহার মৃত্যুকে অনিচ্ছা করি, কিন্তু ইহার কোন গত্যান্তর নাই। (বুখারী)।

(৫)

আল্লাহ্‌র রসুল বলিয়াছেন: নিশ্চয় আল্লাহ্ বলেন, আমি আমার বান্দার সঙ্গী হই, যখন সে আমাকে স্মরণ করে এবং আমার স্মরণে তাহার ওষ্ঠাধার নাড়িতে থাকে। (বুখারী)।

অনুবাদ :—**মোঃ মোহাম্মাদ**

ওসিয়ত ঃ অর্থনৈতিক মুক্তির সরল পথ

—শাহ মুস্তাফিজুর রহমান

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বলশেভিজম

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাতীয়তাবাদী সমাজতন্ত্রকে পরাভূত করার মধ্য দিয়ে পাশ্চাত্য শক্তিজোট বলশেভিজম বা কম্যুনিজমের বিজয়ের পথ প্রশস্থ করে দেওয়ায়, যুদ্ধোত্তর কালে কম্যুনিজম এশিয়া ও ইউরোপের বিশাল অংশ প্রদক্ষিণ করতে পেরেছে দ্রুততার সঙ্গে। অধুনা এই গতি ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে পড়ছে। তার কারণ, বলশেভিজমের আপাত আকর্ষণ অনুন্নত বিশ্বকে প্রথমদিকে উচ্চকিত করে তুললেও, এর অন্তর্নিহিত মারাত্মক ত্রুটিগুলো এখন কিছু কিছু প্রকাশিত হয়ে পড়ছে।

এখন একথা সবার সামনেই পরিষ্কার হয়ে উঠছে যে, ব্যক্তি-সত্বার বিলোপ সাধন বা ব্যক্তি-প্রতিভার যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণ মানব সমাজের জন্য কল্যানের পরিবর্তে অকল্যানকেই ডেকে আনে। এবং মানবতাকে পঙ্গু করে দিয়ে সভ্যতার প্রগতিকে নিশ্চল করে তোলে।

দ্বিতীয়ত ঃ—বলশেভিক দৃষ্টিভঙ্গীর মূল বুনিয়াদ হচ্ছে ঘৃণা। ঘৃণা মানবমনের সুস্থ বিকাশ নয়। এ জন্য বলশেভিক দৃষ্টিভঙ্গী মূলতঃ ধ্বংসকর—সৃষ্টিক নয়।

তৃতীয়তঃ—শান্তিপূর্ণ প্রচার-প্রবর্তনের পরিবর্তে শক্তি ও সংঘর্ষের পথে উন্নতি সাধন করা বলশেভিজমের আদর্শ এ জন্য ইহা শত্রুতার সৃষ্টি করে।

চতুর্থঃ—ইহা ধনীক শ্রেণীকে অকাস্মাৎ নির্ধন করে দিয়ে সমাজের মধ্যে শ্রেণী সৃষ্টির পথ উন্মুক্তই রাখে। প্রথমতঃ, ইহা সম্পদের মালিকানা সমাজের হাতে তুলে না দিয়ে রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের হাতে তুলে দেয়।

ষষ্ঠতঃ, ইহা নিছক মানষিক শ্রমের কোনো মূল্য নেই অজুহাতে ধর্মের বিরোধীতা করে। ফলে, ধর্মপ্রাণ মানুষকে দুশমনের দলে ঠেলে দেয়।

সপ্তমতঃ, ইহা সামাজিক স্বায়ত্ত-শাসনের পরিবর্তে একনায়কত্বের প্রতিষ্ঠাকেই স্থায়ী করে তোলে।

অষ্টমতঃ, অজ্ঞ মৌলবী বা যাজক-পুরোহিতরা যেমন সাধারণ মানুষকে এই দুনিয়ার মতই, তবে শুধু ভোগ-লালসায় পূর্ণ, তাদের কল্পনা মাফিক একটা বেহেস্তের লোভ দেখায়ে থাকেন, যার সঙ্গে আসলের কোনো সম্পর্ক নেই; তেমনি বলশেভিকরাও সাধারণ মানুষকে কল্পিত কম্যুনিষ্ট-সমাজের একটা অলীক বেহেস্ত দেখায়ে থাকেন।

নবমতঃ, বলশেভিজম মানুষের ব্যক্তি-অনুভূতির চাহিদা মেটাতে সম্পূর্ণ অক্ষম। এ জন্য ইহা মানব হৃদয়ে কখনও স্থায়ী আসন লাভ করতে পারে না।

দশমতঃ, বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ইহার অনেক দাবী অযৌক্তিক প্রমাণিত হচ্ছে।

একাদশতঃ, ইহা পৃথিবীব্যপী কল্যান প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করে। অথচ, তজ্জন্য প্রয়োজনীয় পৃথিবীব্যপী আদেশ-নিষেধ দানকারী কোনো একক কমাণ্ডের অপরিহার্যতা উপলব্ধি করতে অস্বীকার করে।

দ্বাদশতঃ, ইহা আইনকে পার্টি স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োগ করে।

ত্রয়োদশতঃ, বলশেভিজমের আকাঙ্খিত আন্তর্জাতীয় রূপ পরিগ্রহের পরিবর্তে দেশে দেশে ইহার রূপান্তর ঘটে চলেছে।

মোটকথা দর্শনগতভাবে পুঁজিবাদের মতই সমাজবাদ বা কম্যুনিজমও তার আবেদন হারায়ে ফেলছে। পুঁজিবাদের পীড়ন ও শোষন থেকে মুক্তিলাভের উদ্দেশ্যে সর্বহারাদের সর্বাত্মক বিপ্লবের মাধ্যমে, সর্বমানবের জন্য সম্পদের যৌথ বা সমাজিক মালিকানায় যৌথ বা সমাজীয় নিয়ন্ত্রণের ভিত্তিতে, একটি শ্রেণীহীন সমাজ ব্যবস্থা গঠন করাই মার্কসীয় দৃষ্টিভংগীতে সমাজতন্ত্রের রূপ। অন্ততঃ এটাই ছিল মার্কসপন্থীদের দাবী। কিন্তু দাবীটার বাস্তবে রূপদান আজও পর্যন্ত সম্ভব হয়ে ওঠেনি। পক্ষান্তরে তার রূপান্তর ঘটে চলেছে। বলশেভিজম সম্পদের মালিকানা ব্যক্তির কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে সমাজের অধিকারে দেওয়ার বদলে সোপর্দ করেছে রাষ্ট্রীয় যন্ত্রের কবলে। ফলে, সমাজবাদের পরিবর্তে রাশিয়ায় প্রবর্তিত হয়ে আছে রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ।

সাম্রাজ্যবাদীতা

বলশেভিজম বা রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদও ব্যক্তি পুজিবাদের ন্যায় তার চুড়ান্ত পর্যায়ে সাম্রাজ্যবাদী হয়ে ওঠে। কেননা, প্রভূত পরিমাণ উৎপাদনের (মায় সমরাস্ত্র) বিলি, বিক্রয় ও বিনিময়ের জন্য পুঁজিপতি মহাজনদের মতই কম্যুনিষ্টদেরও খরিদ্দার বাজারের প্রয়োজন। কাজেই, উৎপাদনের যে পর্যায়ে পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদী রূপ পরিগ্রহ করে, কম্যুনিজমও সেই পর্য্যায়ে সাম্রাজ্যবাদী না হয়ে পারে না। বরং আরো বেশী মারাত্মক আকার ধারন করে। কারণ কম্যুনিজমের অন্তরালে যে ঘৃনা এবং প্রতিহিংসা বিদ্যমান থাকে তা স্বভাবতই ধ্বংসকর। তাই, সিয়াটো, সেন্টো থেকে বহির্গমন সম্ভব হলেও লাল ফৌজের মিতালী ছিন্ন করা সম্ভব হয় না। তার প্রচেষ্টায়ও নেমে আসে বন্ধুত্ব রক্ষার অজুহাতে দমনের ষ্টীম রোলার। মধ্য এবং পূর্ব ইউরোপের এবং উত্তর এশিয়ার কম্যুনিষ্ট কবলিত দেশগুলির কথা চিন্তা করলে এ কথার যথার্থ্য প্রমানিত হবে। বর্তমান বিশ্বে ক্যাপিট্যালিজম ও কম্যুনিজমের মধ্যে যে

লড়াই তা মূলতঃ বাজার দখলের লড়াই। আন্তর্জাতিক বানিজ্যের জন্য এ লড়াইয়ের একটা আভ্যন্তরীন রূপও আছে। আর যে কারণেই ইয়োরোপীয়ান কমন মার্কেটে বৃটেনের প্রবেশ এই সেদিনও নিষিদ্ধ ছিল, রুশ চীন কলহের অন্যতম প্রধান কারণও তাই। কিছু-দিন আগে ভারতও একটা এশিয়ান কমন মার্কেট গঠনের কথা বলছিল। চীন ভারত উত্তেজনার মুলেও অনেকাংশে তাই। লক্ষ্য-নীয় যে, নিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলে স্বপ্রচারিত অনুন্নত এলাকাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন উভয়পক্ষই আর্থিক ও সামরিক সাহায্য দান করে থাকে। এই সাহায্যদানের অন্তরালবর্তী উদ্দেশ্য কি? মানবপ্রীতি? না বাজার সৃষ্টির প্রতিদ্বন্দ্বীতা?

পুঁজিবাদ ও সমাজবাদ এই উভয় ব্যবস্থাই আজ সম্পদের বন্টন সমস্যার মোকাবেলায় পর্যুদস্ত। নিজ নিজ প্রতিপত্তি বজায়ের এবং প্রভাব বিস্তারের ময়দানে মুখোমুখী। ফলে, যুদ্ধের পৈচাশিক পরিকল্পনায় তৎপর। মারনাস্ত্র নির্মানে মরনপন। তাই, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বা সোভিয়েত ইউনিয়নের বাজেটের মোট খরচের তিন-চতুর্থাংশ বা তারও বেশী নিয়োজিত হয় সমরাস্ত্র নির্মানে। এ যেন অর্থ এবং অর্থনীতির সামরিকীকরণ। অথচ এই বন্ধ্যা খরচ পৃথিবীটাকে যে নির্বিবাদে নিঃসম্পদ করে ফেলছে, সেদিকে কোনো পক্ষেরই তোয়াক্কা নেই। বিগত বিশ্বযুদ্ধ দুটোর পরেও বৃহৎশক্তিগুলি নাকি গত কয়েক বছরেই যুদ্ধ-খাতে খরচ করেছে প্রায় দুই লক্ষ কোটি ডলার। আশ্চর্য!

আজ দুনিয়ার মোট জনসংখ্যার শতকারা মাত্র ছয়/সাত ভাগ বাশিন্দার দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দুনিয়ার বর্তমান সম্পদের প্রায় ষাট ভাগের মালিক বনে 'দুনিয়াব্যাপী শ'তিনেক যুদ্ধঘাটি ছড়ায়ে রেখে দুনিয়ার নিরীহ অধি-বাসীদেরকে শাসাচ্ছে। অপরদিকে সোবিয়েত রাশিয়াও রক্তচক্ষু পাকাচ্ছে। এই পরিস্থিতির একটা ফায়ছালাও কামনা করে উভয়পক্ষ। তাই বুঝি, সোবিয়েত রাশিয়া সমরজাহাজ পাঠিয়ে দেয় কিউবায়, আর মার্কিনী বোমার আঘাতে শত শত নারী পুরুষ আর মাসুম বাচ্চা প্রান হারায় ইন্দোচীনে। লক্ষ্যনীয় যে উভয়-পক্ষই শক্তি পরীক্ষার ক্ষেত্র হিসেবে বাছাই করে নিতে চায় নিজেদের মানচিত্রের উপকূল থেকে দূরে বহুদূরে শত্রুশিবিরের কাছাকাছি কোনো দরিদ্র অঞ্চল। গত দু'দু'টো বিশ্বযুদ্ধের অভিজ্ঞতা মানুষ ভুলে যায়নি। তাই আজ যুদ্ধবিরোধী চেতনা দানা বেঁধে উঠেছে দুনিয়াময়। তথাপি যুদ্ধের আশঙ্কা দিনে দিনে প্রকটতর হয়ে উঠছে। ছোট খাটো (আধুনিক ধারনায়) যুদ্ধ বিগ্রহ তো লেগেই আছে। কারণ, পুঁজিবাদের শাসন লিপসা আর সমাজবাদের ঈর্ষা প্রতিহিংসা ঐ সকল মানুষকে করে তুলেছে আত্মকেন্দ্রী। আর সেই আত্মকেন্দ্রীকতায় উগ্র মানুষগুলো পৃথিবীটাকে একটা বিশাল অগ্নিগিরিতে রূপান্তরিত করে ফেলেছে; যার আকস্মিক অগ্ন্যুৎগীরণের ভয়াবহ আশঙ্কায় পৃথিবীর মানুষ আজ ভীত, সন্ত্রস্ত।

যুদ্ধের এই সন্ত্রাস আরও বেশী ভয়ঙ্কররূপে প্রকট হয়ে উঠেছে অতি আধুনিক কালের নির্মীত যুদ্ধযন্ত্রের কারণে। বিশেষতঃ আনবিক সমরাস্ত্রের আবিষ্কারে। গত বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরে যুদ্ধবাদীরা ধারণা করেছিল যে যুদ্ধ দিয়েই যুদ্ধকে নিশ্চিহ্ন করতে হবে। এই আজগুবী ধারনাটার বশবর্তী হয়েই তারা আনবিক যুদ্ধাস্ত্র নির্মানে অতিশয় উদ্যোগী হয়ে ওঠে কিন্তু এই উদ্যেগে যখন তাদের সফল হলো তখন দেখা গেলো—এই সকল অস্ত্রের দ্বারা যুদ্ধ পরিচালিত হলে, যুদ্ধ নয় যুদ্ধবাদীরাসহ গোটা মনুষ্য সমাজটাই নিচিহ্ন হয়ে যেতে পারে। ধ্বংসের এই সামগ্রিক সন্ত্রাসের মুখোমুখী দাঁড়িয়ে সকল মনুষ্য-সন্তান আজ নিরুপায়, অসহায়। তারা করোজোড়ে মিনতি জানাচ্ছে যুদ্ধ বাজদের কাছে ওগো, তোমরা আর যুদ্ধ করো না, যুদ্ধের সকল অস্ত্র-পাতি ধ্বংশ করে দাও। অথচ বাস্তবক্ষেত্রে তার উল্টোটাই লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর দুনিয়াটা মোটামুটি দু'ভাগে বিভক্ত হয়েছে। একটি আমেরিকান অপরটি রাশিয়ান। সেই জন্য কেউ কেউ (যেমন অধ্যাপক টয়েনবী) মনে করেন যে, দুনিয়ার সকল অস্ত্র যদি কোনো একটি মাত্র শক্তির আয়ত্বে আনা যায়; কিংবা গোটা দুনিয়াকে যদি দু'ভাগে ভাগ করে শক্তি দুটোর হাতে ছেড়ে দেওয়া যায়, তাহলে হয়ত যুদ্ধ রহিত করা সম্ভব হবে। বিগত বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরবর্তী কালে এই জাতীয় চিন্তা ভাবনার অবকাশ হয়ত ছিল কিন্তু আজ আর নেই। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের আটটি শক্তির স্থলে ১৯৪৫-এ আমরা দুটো বৃহৎ শক্তিকে দেখছি বটে; কিন্তু আজ ১৯৭৩ খৃষ্টাব্দে আমরা দুয়ের অধিক শক্তিকে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বীতায় অবতীর্ণ দেখছি। সুতরাং গোটা পৃথিবীটাকে দুটো শক্তির মধ্যে ভাগাভাগি করে দেওয়া কিংবা একটিমাত্র বিশ্বসরকারের নিয়ন্ত্রনে পৃথিবীকে ছেড়ে দেওয়ার প্রশ্নটা আজ অবান্তর।

একটি বিশ্ব-সরকারের সম্ভাবনা প্রথম দেখেছিলাম আমরা লীগ অব নেশান্স প্রতিষ্ঠার মধ্যে। সে সম্ভাবনা নস্যাৎ হওয়ার পরও আমরা পুনরায় আশাবাদী হয়ে উঠেছিলাম বর্তমানের জাতি সংঘের প্রতিষ্ঠা দেখে; কিন্তু সে আশা আমাদের দিনে দিনে শুন্যে মিলিয়ে যাচ্ছে। অথচ বিশ্ব-ব্যাপী শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য একটি বিশ্ব-সরকারের প্রয়োজনীয়তা আজকের ধ্বংসকর আবহাওয়ায় সকলেই গভীর ভাবে অনুভব করছেন। 'ভেটো' ওয়ালারাও এই প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকার করছেন। তবে, তাদের প্রত্যেকেই এই বিশ্ব-সরকার কায়েমের স্বপ্ন দেখেছেন। কিন্তু সে স্বপ্ন তাদের বাস্তবে রূপলাভ করতে পারবে না এবং পারবে না জন্যই অধ্যাপক টয়েনবীর মত চিন্তাবিদরা সম্মিলিত জাতিসংঘ (u. n. o) নয় অন্য কোনো বীজানু হইতে Out of some other germ একটি একক বিশ্ব-সরকারের

'a unitary world goverment'—উদ্ভবের আশা প্রকাশ করেছেন। খুব ক্ষীন হলেও বিশ্ব বিখ্যাত ঐতিহাসিক এ আশা পোষন করেছেন। আমরাও আশাবাদী। এবং আমাদের সে আশা ক্ষীন নয় উজ্জল ও স্পষ্ট। কারণ, আমরা জানি যে, বিশ্ব-শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন একক বিশ্ব-সরকারের সেই বীজ নিহিত আছে ইসলামের অর্থাৎ বর্তমানে আহ্‌মদীয়তের খিলাফত ব্যবস্থায়। প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখা দরকার যে, পুঁজিবাদ ও সমাজবাদের আসন্ন ভয়াবহ সংঘর্ষকেই ধর্মীয় পরিভাষায় বলা হয়েছে ইয়াজুজ ও মাজুজের লড়াই; (আলকুরআন ১৮ : ১০০) গগ্‌ ও মেগগের লড়াই মধু ও কৈটভ-এর লড়াই। আসন্ন তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর প্রায় সামগ্রিক ভাবেই এই লড়াইয়ের পরিসমাপ্তি ঘটে যাবে। তবে তখন মধুও থাকবেনা কৈটভও থাকবে না। থাকবে কেবল তাদের ছিন্ন ভিন্ন বীভৎস প্রকাণ্ড মৃতদেহ দুটো।

এসত্য সর্ববাদীসম্মত যে, আজ যাহা হোক, মানুষের সার্বিক চেতনা আজ মুক্তি ও শক্তির সন্ধানে আকুল হয়ে উঠেছে। মনে হচ্ছে সভ্যতার গতিধারায় ধর্মহারা পৃথিবী আজ জান্তে-অজান্তে পুনরায় ধর্মের সন্ধানেই পা বাড়াচ্ছে। একারণেই মানুষের মুল বা ধর্মীয় অহং-তৃপ্ত যে সামগ্রিক দর্শন ইসলাম (আলকুরআন ৫ : ৪), তার অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় উল্লিখিত ক্ষতিকর সমস্যাবলীর সুষ্ঠ সমাধান সম্ভব কিনা আলোচনা করা দরকার। আলোচনা করা দরকার ক্যাপেটালিষ্ট ও কম্যুনিষ্ট অক্টোপাশের বন্ধন ছিঁড়ে পৃথিবীর বাঞ্ছিত অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এবং সর্বজনীন কল্যাণ-ময়তা সম্ভব কিনা। (ক্রমশঃ)

শুভ-বিবাহ

দুর্গারামপুর নিবাসি ফকির মোহাম্মদ ইয়াকুব আলী সাহেবের প্রথম পুত্র মোঃ নূরে-ইলাহীর সহিত চিটাগাং নিবাসি সৈয়দ খাজা আহ্‌মদ সাহেবের পঞ্চমা কন্যা মোছাম্মৎ সাইয়দা আমাতুর রহীম-এর শুভ-বিবাহ আট হাজার টাকা দেন মোহরে চিটাগাং মসজিদে সুসম্পন্ন হয়।

এই দাম্পত্য জীবন যেন সুখী হয় তজ্জন্য বন্ধুগণের নিকট দোওয়া প্রার্থী।

আশঙ্কা-ভঞ্জন

আহ্‌মদী পত্রিকার গত সংখ্যায় "খলিফার মোকাম" শীর্ষক প্রবন্ধে হযরত মসিহ মওউদ (আঃ) এবং খলিফার জন্য অতি-মানব এবং সুপারম্যান শব্দ ব্যবহার করায় কোন এক বন্ধু আপত্তি জানাইয়াছেন। তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন যে, খ্রীষ্টানগণ যেমন ঈসা (আঃ)-কে মানবের গণ্ডি ছাড়াইয়া খোদার আসনে বসাইয়াছে, আমরাও যেন সেইভাবে হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-কে বা তাঁহার খলিফাকে খোদার আসনে বসাই।

কোন বিষয় বুঝিতে এবং বুঝাইতে আমাদিগকে অভিধানিক ও প্রচলিত শব্দ প্রয়োগেই বুঝিতে ও বুঝাইতে হয়। তদনুযায়ী অতি-মানব ও সুপারম্যানের আভিধানিক অর্থ দেখিলেই বিষয়টি পরিষ্কার হইয়া যাইবে। ইহার জন্য আমরা কয়েকটি অভিধান হইতে শব্দগুলির অর্থ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

১। ঢাকার কেন্দ্রীয় বাংলা-উন্নয়ন-বোর্ডের বাংলা-উর্দু অভিধান, প্রথম খণ্ড—২৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য-

অতিমানব (otimanab) অতিমানুষ-(otimanus)—

فوق البشر - فوق الانسان (جرمن
فلاسفر نطشی کے - فلسفہ میں وہ
شخص جو فوق العادۃ قوتیں رکھتا ہو
اور اخلاقی معیار سے بالا تر ہو) -
(علامہ اقبال کا) مرد مؤمن - (رومی کا)
انسان کامل - علامہ - یہ بڑی دانشمند
ہستی -
فوق البشر کا سا - جسکو فوق الانسان سے
تشبیہ دی جاسکے -

২। কাজী আবদুল ওদুদ এম,এ সম্পাদিত ব্যবহারিক শব্দকোষ—৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

অতিমানব—মহামানব (Superman)

৩। চলন্তিকা—৮ম পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

অতিমানুষ—(বিশেষন) অলৌকিক, লোকাতীত (বিশেষ্য)-মহামানব।

৪। Student's Favourite Dictionary English to Bengali and English page—1280

Superman—(সিউপারম্যান)-অতিমানব-Higher type of man.

৫। The Reader's Digest Great Encyclopaedia Dictionary—2nd Vol., page—885

Superman—n. Ideal superior man of the future, Conceived by Nictsche, as evolveed from normal human type; man of superhuman powers or achievement.

৬। The Little Oxford Dictionary page—560

Superman—Ideal superior man of future. Man of superhuman powers or achievement.

ইংরাজী Superman এবং Superhuman শব্দ দ্বয়ের কেহ কেহ একই অর্থ করিয়া বিভ্রান্ত হয়। বস্তুতঃ একটি শব্দ বিশেষ্য এবং অপরটি বিশেষণ। Superman শব্দটি বিশেষ্য এবং Superhuman শব্দটি বিশেষণ। Superhuman শব্দের অর্থ অলৌকিক বা ঐশ্বরিক কিন্তু ইহার অর্থ ঈশ্বর বা খোদা নহে। পক্ষান্তরে যিনি Superman, তাঁহার মাধ্যমে অলৌকিক বা ঐশ্বরিক শক্তির ও কীর্তির প্রকাশ হয়, কিন্তু তিনি মানুষের গণ্ডির অন্তর্ভূক্ত এবং তিনি মানুষ, খুব বড় এবং বিশাল আদর্শ মানুষ, খোদা নহেন। সংক্ষেপে বুঝাইতে, যে মানুষের মাধ্যমে Superhuman Powers এর প্রকাশ পায় তাঁহাকে Superman বলে। সুতরাং অতিমানব, অতিমানুষ এবং Superman শব্দগুলির মধ্যে কোথাও শির্‌কের গন্ধ নাই এবং শব্দগুলিকে নবী, রসুল এবং তাহাদের খলিফাগণের জন্য প্রয়োগ করিতে কোন রুহানী আশঙ্কা নাই। পরন্তু এগুলি তাঁহাদের প্রকৃত মর্যাদাজ্ঞাপক শব্দ।

ইসলামিক একাডমিতে আলোচনা সভা

ঢাকার ইসলামিক একাডমীর উদ্যোগে গত ২৬শে জানুয়ারী শুক্রবার বাদ-মগরেব "কোরআনের আলোকে হযরত ঈসা (আঃ)"-এর উপর একাডমীর মিলনায়তনে একটি মনোজ্ঞ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বিষয়ের উপর মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ সাহেব (মুরুব্বী জামাতে আহ্‌মদীয়া) তাঁর দেড় ঘন্টা ব্যপী বক্তৃতায় কোরআন শরীফের আলোকে হযরত ঈসা (আঃ) এর আগমনের উদ্দেশ্য গুরুত্ব ও পটভূমী, তাঁর জন্ম-রহস্যঃ জন্ম সময়, তাঁর মাজেযা—যথা :—দোলনায় কথা বলা, পাখী-সৃষ্টি ও মৃতদের জীবিত করা সম্বন্ধে প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণা খণ্ডন এবং উহাদের প্রকৃত অর্থ ও তাৎপর্য সম্বন্ধে অকাট্য যুক্তি প্রমাণ দ্বারা বিষদ ভাবে আলোচনা করেন। সময়ের অভাবে আলোচ্য বিষয়ের আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক সম্বন্ধে আলোচনা পূর্ণ করার জন্য সভাস্থিত সকলের অনুরোধক্রমে আগামী শুক্রবারও উক্ত বক্তৃতা জারী রাখার কথা একেডমীর পক্ষ হইতে ঘোষনা করা হয়। মৌলবী সাহেব বক্তৃতা শেষে কয়েকজনের প্রশ্নেরও সন্তোষজনক উত্তর দেন। সভাস্থলে একজন লব্ধ প্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক (যাঁহার উক্ত সভায় নিজেরও বক্তৃতা ছিল কিন্তু তিনি বক্তৃতা না করিয়া তাহার সময় ছাড়িয়া দেন) মৌলবী সাহেবের উল্লিখিত আলোচনা অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ ও মুগ্ধকর এবং সত্যকার একেডেমিক আলোচনা বলিয়া মন্তব্য করেন। বন্ধুগণ বিষটির সাফল্যজনক পরিসমাপ্তির জন্য অল্লাহ্‌তায়ালার নিকট দোয়া করিবেন।

বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার

৫১তম সালানা জলসা

আমরা অত্যন্ত আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার ৫১ তম 'সালানা জলসা' ইনশাল্লাহ আগামী ৬ ও ৭ই এপ্রিল, ১৯৭৪ইং মোতাবেক ২৩ ও ২৪শে চৈত্র, ১৩৮০বাং রোজ শনিবার ও রবিবার ঢাকায় অনুষ্ঠিত হইবে। মজলিসে আমেলার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এই বৎসর মহিলাদের জন্য কোন অধিবেশন হইবে না। সুতরাং আসন্ন জলসায় অত্র দারুত তবলীগে মহিলাদিগের থাকা বা খাওয়ার কোন ব্যবস্থা থাকিবে না। এই বৎসর যেহেতু দ্রব্যমূল্য বহুগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছে, সেই জন্য জলসার খরচও অধিকাংশে বৃদ্ধি পাইবে। আপনারা জানেন যে, এই জলসায় বাংলাদেশের প্রতিটি প্রান্ত হইতে মুমেনীন ও সত্যান্বেষিদের সমাবেশ হইয়া থাকে। এবার অন্যান্য বৎসরের তুলনায় লোক সমাগমও বেশী হইবে। সেহেতু জলসার কার্যকে সুষ্ঠুরূপে সম্পাদনের জন্য প্রায় ৪০,০০০ (চল্লিশ হাজার) টাকার প্রয়োজন। অতএব প্রত্যেক স্থানীয় জামাতের ও বিশেষ সভ্যগণের উপর যে টাকা ধার্য করিয়া পত্র দেওয়া হইয়াছে উক্ত চাঁদা আদায় করত কেন্দ্রীয় আঞ্জুমানে সত্বর পাঠাইয়া দিয়া আল্লাহ্‌তায়ালার অশেষ অনুগ্রহের অধিকারী হইবেন। আমাদের এই জলসা হযরত মসিহ মওউদ (আঃ) স্থাপিত মরকজি জলসার ছায়া স্বরূপ। অতএব বন্ধুগনের অবগতির জন্য জলসার ফজিলত সম্বন্ধে হযরত মসিহ মওউদ (আঃ) কতৃক কাদিয়ানের জলসার বিষয়ে ঘোষনার উদ্ধৃতি দেওয়া গেল। "ইহা সামান্য জলসা নহে বরং ইহা ঐশী নিদর্শন মোতাবেক ইসলামের মূল বুনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই জলসার ভিত্তি-প্রস্তর আল্লাহ্‌তায়ালা স্বয়ং নিজ হস্তে স্থাপন করিয়াছেন।" এই দৃষ্টিভঙ্গিকে সম্মুখে রাখিয়া ইহাকে সাফল্য মণ্ডিত করার কার্যে যথাযোগ্য অংশ গ্রহণ করা সকল ভাইএর কর্তব্য।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, তাহারা জলসায় আকিকার গরু ছাগল বা উহার মূল্য বাবদ নগদ টাকা দিতে চাহেন তাহা সাদরে গৃহীত হইবে। জলসায় বিভিন্ন অঞ্চল হইতে আহমদীগণ অংশ গ্রহণ করিয়া থাকেন, যাহাতে আকিকা দেওয়ার ও দোয়ার লাভের এক বিরাট সুযোগ। আকিকা ছাড়াও যদি কেহ সওয়াব হাসিলের জন্য গরু, ছাগল, চাউল, ডাইল, তৈল, আলু ইত্যাদি জলসার উদ্দেশ্যে আনিতে চাহেন তাহাও সাদরে গৃহীত হইবে।

ওয়াছালাম—

খাকসার

(ভিজির আলী)

চেয়ারম্যান, জলসা কমিটি

বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া

আহমদীয়া জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা

হযরত ইমাম মাহদী মসীহ মাওউদ (আঃ) কর্তৃক প্রবর্তিত

বয়াত (দীক্ষা) গ্রহনের দশ শর্ত্ত

বয়াত গ্রহণকারী সর্বান্তকরণে অঙ্গীকার করিবে যে,—

(১) এখন হইতে ভবিষ্যতে কবরে যাওয়া পর্যন্ত শির্‌ক (খোদাতায়ালার অংশিবাদিতা) হইতে পবিত্র থাকিবে।

(২) মিথ্যা, পরদার গমন, কামলোলুপ দৃষ্টি, প্রত্যেক পাপ ও অবাধ্যতা, জুলুম ও খেয়ানত, অশান্তি ও বিদ্রোহের সকল পথ হইতে দূরে থাকিব। প্রবৃত্তির উত্তেজনা যত প্রবলই হউক না কেন তাহার শিকারে পরিণত হইবে না।

(৩) বিনা ব্যতিক্রমে খোদা ও রসুলের হুকুম অনুযায়ী পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়িবে; সাধ্যানুসারে তাহাজ্জুদের নামায পড়িবে, রসুলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি দরুদ পড়িবে, প্রত্যহ নিজের পাপ সমূহের ক্ষমার জন্য আল্লাহতায়ালার নিকট প্রার্থনা করিবে ও এস্তেগফার পড়িবে এবং ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে, তাঁহার অপার অনুগ্রহ স্মরণ করিয়া তাঁহার হামদ ও তারিফ (প্রশংসা) করিবে।

(৪) উত্তেজনার বশে অন্যায়রূপে, কথায়, কাজে, বা অন্য কোন উপায়ে আল্লাহর সৃষ্ট কোন জীবকে, বিশেষতঃ কোন মুসলমানকে কোন প্রকার কষ্ট দিবে না।

(৫) সুখে-দুঃখে, কষ্টে-শান্তিতে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় খোদাতায়ালার সহিত বিশ্বস্ততা রক্ষা করিবে। সকল অবস্থায় তাঁহার সাথে সন্তুষ্ট থাকিবে তাঁহার পথে প্রত্যেক লাঞ্ছনা গঞ্জনা ও দুঃখ-কষ্ট বরণ করিয়া লইতে প্রস্তুত থাকিবে, এবং সকল অবস্থায় তাঁহার ফায়সালা মানিয়া লইবে। কোন বিপদ উপস্থিত হইলে পশ্চাদপদ হইবে না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হইবে!

(৬) সামাজিক কদাচার পরিহার করিবে। কুপ্রবৃত্তির অধীন হইবে না। কোরআনের অনুশাসন ষোলআনা শিরোধার্য করিবে, এবং প্রত্যেক কাজে আল্লাহ ও রসুলে করিম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সল্লামের আদেশকে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে অনুসরণ করিয়া চলিবে।

(৭) ঈর্ষা ও গর্ব সর্বোতভাবে পরিহার করিবে। দীনতা, বিনয়, শিষ্টাচার ও গাম্ভীর্যের সহিত জীবন-যাপন করিবে।

(৮) ধর্ম ও ধর্মের সম্মান করাকে এবং ইসলামের প্রতি আন্তরিকতাকে নিজ ধন-প্রান, মান-সম্ভ্রম, সন্তান-সন্ততি ও সকল প্রিয়জন হইতে প্রিয়তর জ্ঞান করিবে।

(৯) আল্লাহতায়ালার প্রীতি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁহার সৃষ্ট-জীবের সেবায় যত্নবান থাকিবে, এবং খোদার দেওয়া নিজ শক্তি ও সম্পদ যথাসাধ্য মানব কল্যাণে নিয়োজিত করিবে।

(১০) আল্লাহর সন্তুষ্টি ভাভের উদ্দেশ্যে ধর্মানুমোদিত সকল আদেশ পালন করিবার প্রতিজ্ঞায় এই অধমের (অর্থাৎ হযরত মসীহ মাওউদ আলাইহিস্ সালামের) সহিত যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হইল, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাহাতে অটল থাকিবে)। এই ভ্রাতৃত্ব বন্ধন এত বেশী গভীর ও ঘণিষ্ঠ হইবে যে, দুনিয়ার কোন প্রকার আত্মীয় সম্পর্কের মধ্যে উহার তুলনা পাওয়া যাইবে না।

(এশতেহার তকমীলে তবলীগ, ১২ই জানুয়ারী, ১৮৮৯ইং)

আজিকার ধর্মহারা অশান্ত পৃথিবীকে পুনরায় শান্তিময় ধর্মের পথে আহ্বানকারী – হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর, তাঁর পবিত্রাত্মা খলিফাগণের ও তাঁর পূণ্যাত্মা অনুসারীগণের লেখা পাঠ করুন :—

The Introduction to the Commentary of the Holy Qur'an		Tk.	8.00
The Philosophy of the Teachings of Islam	Hazrat Ahmed (P.)	,,	2.00
Jesus in India	,,	,,	2.50
Ahmadyyat—The True Islam	Hazrat Mosleh Maood (R)	,,	8.00
Invitation to Ahmadiyyat	,,	,,	8.00
The New World Order	,,	,,	3.00
The Economic Structure of Islamic Society	,,	,,	2.50
Islam and Communism	Hazrat Mirza Bashir Ahmed (R)	,,	0 62
The Preaching of Islam	Mirza Mubarak Ahmed	,,	0.50
কিশতিয়ে নুহ	হযরত মির্যা গোলাম আহ্মদ (আঃ)	টাকা	১.২৫
শান্তির বার্তা	,,	,,	১.০০
ধর্মের নামে রক্তপাত	মির্যা তাহের আহ্মদ	,,	২.০০
আল্লাহ্তায়ালার অস্তিত্ব	মৌলভী মোহাম্মদ	,,	১.০০
ইসলামেই নবুয়াত	,,	,,	০.৫০
ওফাতে ঈশা	,,	,,	০.৫০

ইহা ছাড়া :—

বিভিন্ন ধর্ম ও মতবাদের উপরে লিখিত নানাবিধ পুস্তক ও গ্রন্থসমূহ এবং বিনামূল্যে দেওয়ার মত অসংখ্য পুস্তক পুস্তিকা ও প্রচার পত্র। ১॥০ দেড় টাকার ডাক টিকেট পাঠাইলে পুস্তক পাঠান যাইবে।

প্রাপ্তিস্থান :

বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া

৪ নং বকশী বাজার রোড, ঢাকা—১

Published & Printed by Md. F. K. Mollah at Ahmadiyya Art Press,
for the Proprietors, Bangladesh Anjuman-e-Ahmadiyya.
4, Bakshibazar Road, Dacca—1
Phone No. 283635
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar.